***International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)***
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 57-62*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.57-62**

# উনিশ শতকীয় সমাজ বাস্তবতা: প্রহসনের আলোয়

**ড. মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি**
*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
Email: mahasweta9999@gmail.com

***Abstract:***
*In 19th Century Calcutta,farces known as Prahasana. Maybe farce considered as lower in status. In Prahasana's 19th centuries social scenario was portrayed very well. A brief description about the environment and charecter of dramatic up bringing, especially through social behaviour, prejudice, wickedness. Elimination of social corruption or anti human activities were mostly shown in Prahasana- In my article it was clearly visible.*
**Keywords: Comedy, Social scenario, Environment, Prejudice, behaviour.**

সাহিত্য এবং সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সাহিত্যে বর্ণিত সমাজ বাস্তবতার চিত্রে প্রকারান্তরে প্রতিদিনের বাসযোগ্য সমাজেরই ছবিই প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের মূল প্রথিত রয়েছে সমাজেরই অভ্যন্তরে।

উনিশ শতক বাংলা তথা বাঙালির জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতক শিক্ষা, সমাজ, ঐতিহ্য, ধর্ম, চিন্তা, চেতনা, মনন- সমস্ত ক্ষেত্রেই নূতন ভাবে আন্দোলিত হতে থাকলো। ঐতিহ্য, এবং নব আধুনিকতার টানাপোড়েনে অনেকখানি নড়ে উঠল বাংলার সমাজ। বাংলার মূলে গেঁড়ে বসে থাকা অমানবিক রীতি-নীতিকে সমূলে উৎপাটিত করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্নকে- বাস্তবে রূপায়িত করার লক্ষ্যে শুরু হল একের পর এক আন্দোলন। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ধবংস এবং সৃষ্টিকে খুব কাছ থেকে দেখেছে।

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা বেশ সমাদৃত হয়েছিল; সেটি হল প্রহসন। সমাজের দুর্নীতি, অন্যায়,অত্যাচারকে ব্যঙ্গ ,বিদ্রূপ করে ঠাট্টা-তামাশার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সংক্ষিপ্ত নাটক, প্রহসন বা ব্যঙ্গনাটক নামে পরিচিত।

"সামাজিক অপকীর্তির উদ্ ঘাটন ও শোধনার্থে যে ব্যঙ্গাত্মক একাঙ্ক-নাটক তাকেই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রহসন আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সরস ও সজীব সংলাপ, ধারালো রঙ্গ-ব্যঙ্গ, চটুল তামাশা এবং সর্বোপরি

ঘটনা ও চরিত্রসমূহের চমকপ্রদ সংযোগে প্রহসন-রচয়িতা নীতিহীনতা, ভন্ডামি ও স্বেচ্ছাচারিতার মুখোশ খুলে দিতেন হ্যাঁচকা টানে।"[১]

পাশ্চাত্যের 'ফার্স' অনুপ্রেরণায় বাংলায় প্রহসন লেখার প্রচলন হয়। অন্ধবিশ্বাস,কুসংস্কারের উর্দ্ধে উঠে যুক্তিবাদকে, মানবতাবাদকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় উনিশ শতকের প্রহসনে।

প্রাচীন গ্রীস দেশে উদ্দাম নাচের সঙ্গে ব্যঙ্গ- কৌতুক পরিবেশন করা হতো – এটিই পরবর্তী কালে কমেডি নাটক হিসাবে পরিচিতি পায়। ল্যাটিন শব্দ 'Farcita' থেকেই ইংরাজি 'Farce'শব্দের উৎপত্তি। আবার 'Farcio' শব্দের অর্থ হল নিচুস্তরের ভাঁড়ামি। 'ফার্সে' সাধারণত দৈহিক অঙ্গভঙ্গি , অপরিশীলিত আচরণ বেশি চোখে পড়ে।

প্রহসনে সাধারণত জীবনের দোষ- ত্রুটি গুলিকেই তুলে ধরা হয়। সমকালীন সমাজ, রাজনীতি,ধর্ম-নিয়েও আলোচনা করা হতো। বাস্তব দিয়ে আগাগোড়া মোড়া হলেও প্রহসনের কাহিনিতে কল্পনা বা অতিরঞ্জনের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রহসনের চরিত্র গুলি প্রায়শই' টাইপ '-ধর্মী। প্রহসনের মধ্যে নাট্যিক পরিমন্ডল বিদ্যমান। সাধারণত, প্রহসনে নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির ঝোঁক থাকাটাই বাঞ্ছনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়।

উনিশ শতক হল সেই যুগ-সন্ধিকাল যখন পুরানো ঐতিহ্য এবং নব ধ্যান ধারণার মাধ্যমে গড়ে উঠছিল সমাজ। বিধবা বিবাহ আইন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, সতীদাহ প্রথা রদ। আবার ব্যাভিচার,নব শিক্ষিত যুবকদের মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করার মতো ঘটনা গুলিও প্রহসনের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। সমাজে যা কিছু কু-প্রভাব গেড়ে বসেছিল জগদ্দল পাথরের মত, সেগুলিকেই অপসৃত করার জন্য প্রহসন লেখার একটি সুস্থ পরিমন্ডল তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকে। উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই অল্প লক্ষ্য করলেই দেখা যাই , উনিশ শতকে সব চেয়ে বেশি নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে নারীদের। প্রতিনিয়তই নারী হচ্ছিল নির্যাতিতা, নিষ্পেষিতা, নারীর সমাজিক অবস্থানকে কিছুটা হলেও মজবুত করার জন্যই বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা কলম ধরেছিলেন।

রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা 'চক্ষুদান', 'উভয় সঙ্কট', 'কুলীনকূলসর্বস্ব'-প্রভৃতি প্রহসন গুলির বিষয়বস্তু ছিল নারী সমস্যা। কৌলীন্য সমস্যায়-ই ছিল এই প্রহসনের মূল আলোচ্য। কৌলীন্য প্রথার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে সমাজে যে সব নারীরা ভুগছিল, তারাই এই প্রহসনের প্রতীক হিসাবে এসেছে। জাহ্নবী, শাম্ভবী, কামিনী বছর আটেকের এক কিশোরীর জন্য একজন ৬০ বছর বয়স্ক পাত্রকে নির্ধারন করা হয়। এযেন এক চূড়ান্ত শোষণের জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

উনিশ শতকের একাধিক প্রহসনেই কৌলীন্য রক্ষার অজুহাতে যে সমস্ত বৃদ্ধেরা একাধিক বার বিবাহ করতো, তাদেরকেও তীব্র ব্যঙ্গ-বাণে জর্জরিত করে তোলা হতো। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনে আমরা দেখি-নিজের দুই বিধবা কন্যার বিয়েতে তীব্র আপত্তি থাকা সত্ত্বে-ও বুড়ো রাজীব মুখোপাধ্যায় নিজে বিবাহ করতে এক পায়ে খাঁড়া হয়ে যান।বাল্যবিবাহ সেই সময় একটা জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে

দাঁড়ায়।বুড়ো বয়সে পুরুষেরা কম বয়সী মেয়েদের বিবাহ করে, নিজেদের বিধবা মেয়েদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পর্যন্ত দ্বিধা করতো না।

> "দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক-
> রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দরজার ঘর
> রাজীব আসীন
> রাজী। পেঁচোর মা বেটিই আমাকে বুড়ো করে তুলেচে,গ্রাম ময় রাষ্ট্র করে দিয়েচে ওর যখন বিয়ে হয় আমি তখন মল্লিকদের বাড়ী গোমস্তাগিরি কর্ম্ম করি-কি ভয়ানক কথা ব্যক্ত করেছে, আমার কলোপ, কালাপেড়ে ধুতি, কৌ শল শোব বৃথা হলো –এ কথা মনের ভিতর আন্দোলন করিলেও হানি হতে পারে।"[২]

তবে দীনবন্ধু মিত্রের মতো বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শুধুমাত্র অবহেলিত, অত্যাচারিত ,লাঞ্ছিত মহিলাদের সমস্যা গুলিকেই তিনি তুলে ধরেননি; সেখান থেকে বেরোনো রাস্তাও নারীর মুখ দিয়েই বাৎলে দিয়েছেন।

প্রহসন রচনাকারদের লেখনি থেমে যাই নি। বিধবাবিবাহ যতদিন না চালু হয়েছে নাট্যকারেরা থেমে থাকেন নি। সমাজের ছবিটা যখন একটু একটু করে মেয়েদের অনুকূলে আসে তখন-ও সমাজ মহিলাদের বিদ্রূপ করতে ছাড়ে নি।

নারী আস্তে-আস্তে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারের জ্বাল কেটে বেরিয়ে এসেছিল। মেয়েরা স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'অলীকবাবু' প্রহসনে হেমাঙ্গিনী চরিত্রকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করে নারী শিক্ষা, প্রগতিশীলতাকে বিদ্রূপ করেছিলেন। নারীকে খানিকটা হলেও তিনি একটা সীমার মধ্যেই দেখতে চেয়েছিলেন। হয়তো নারী শিক্ষিত হয়ে উঠছে, সেটাকে উদার চিত্তে মেনে নিতে পারেননি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। অমৃতলাল বসুর লেখা 'তাজ্জব ব্যাপার' , 'বৌমা' প্রহসন গুলিতে শিক্ষার আলো প্রাপ্ত নারীদের চূড়ান্ত অপমান করা হয়। প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহিলাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলেন ঠিকই ,কিন্তু পরে এই বিরোধিতা থেকে তিনি সরে আসেন।

প্রহসন যে সব সময় অন্ধকার দিকগুলিকে তুলে ধরে তা কিন্তু সত্য নয়।উনিশ শতকে লেখা প্রহসন গুলিতে নারী স্বাধীনতা, নারীর শিক্ষা, নারীর প্রতিবাদী স্পৃহাকে অবদমন করা হচ্ছিল বার-বার।পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চির চেনা বৃত্ত থেকে অন্তঃপুরবাসিনীরা যখন বেরিয়ে আসতে চাইছিল, তখনও সমাজ তাদের তীর্যক চোখেই দেখেছে। সমাজ কিন্তু ততটাও অগ্রসর হয়নি।অমৃতলাল বসু তাঁর 'ব্যাপিকা বিদায়' প্রহসনে মিসেস পাকড়াশী উচ্চশিক্ষিত মহিলা তাঁর কন্যার সংসারে এসে তা আমূল বদলে দিয়েছেন।লেখক এটিকে ভালো চোখে দেখেন নি।

"মিনি। মা!
পাক্। স্বামীকে ইংরাজীতে কি বলে?
মিনি। হাজ্ ব্যান্ড।
পাক্। আর চাষাকে?
মিনি। Husbandman.
পাক্। ঐ খানে-ই দ্যাখো ইংরেজের স্বাধীনতা! চাষার নামে তবু একটা ম্যান –কিনা মানুষ যোগ করা আছে,স্বামী,শুধু একটা Husband মানুষ-ও নয়; Bridegroom অর্থাৎ ক'নের সইস্ ;কি ভাষা! কি ভাষা! নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে স্বাধীনতা!"[৩]

এহেন মিসেস্ পাক্ড়াশী-কে সাদরে বরণ করে নেবার জন্য সমাজ সত্যিই তখনো তৈরিই ছিল না। রাধাবিনোদ হালদারের 'পাশ করা মাগ', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'পাশ করা আদুরে বৌ', রাখালদাস ভট্টাচার্যের 'স্বাধীন জেনানা' প্রভৃতি প্রহসনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবো, নারী স্বাধীনতাকে প্রকৃত অর্থে সকলে মেনে নিতে পারেননি।

উনিশ শতকে বিধবা বিবাহের প্রচলন হওয়া নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা। বিধবা বিবাহ প্রচলন,বাল্যবিবাহ নিরসনের জন্য আন্দোলন বিক্ষিপ্ত ভাবে হতে থাকে। পরবর্তীকালে বাংলা নাটক, প্রহসন,কবিতা,উপন্যাসে এই ঘটনা-পর্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিধবা বিবাহকে পূর্ণ সমর্থন করে গৌরমোহন বসাক রচনা করেন 'অশুভ পরিহারক'। শুধুমাত্র মুখের কথা দিয়ে নয়, কাজের সময় যারা পরাঙ্মুখ হয়ে পড়েন; তাদের উদ্দেশ্যেই তিনি এই প্রহসনটি রচনা করেন।

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রহসনে আমরা দেখতে পাই, বেশ বৃত্তবান পরিবারের বউ কুমুদিনী তার মাতাল, লম্পট স্বামীর ব্যবহারে দুঃখিত,ও ক্ষুব্ধ। প্রতিদিন সে স্বামীর চারিত্রিক স্খলনকে চাক্ষুষ করে। এমন স্বামী থাকা থেকে সে নিজেকে; বিধবা হিসাবে দেখতে ও রাজি।

"কুমু। এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল-আমি ভাই আর সইতে পারি নে, আমি গলায় দড়ি দে মর্বো।" [৪]

উনিশ শতকে বসে একজন গৃহবধূ তার স্বামী বর্তমান তবুও বৈধব্য কামনা করছে, এই ভাবনা নারীর নিঃশব্দ প্রতিবাদকেই চিহ্নিত করে। তার অসহায়ত্ব তাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেও, কুমুদিনী তার ননদের কাছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভোলে নি।

অসুখী দাম্পত্যের ছবিই শুধুমাত্র প্রহসনকারেরা আঁকেন নি। অমৃতলাল বসু তার 'ব্যাপিকা বিদায়',রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গোড়ায় গলদ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিত জলযোগ'-প্রভৃতি প্রহসনে দেখা যায়, সুখী দাম্পত্যের ছবি।

উনিশ শতকে 'বাবু' 'কালচারের' প্রসঙ্গ-কে বাদ দিলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জুড়ি গাড়ি চড়ে যাতায়াত, অমিত ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, বারবণিতা-বিলাস ছিল 'বাবু' সংস্কৃতির প্রতীক। উনিশ শতকে এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রহসন রচনাকারীরা তুলে ধরেছিলেন তাদের লেখনি। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'সধবার একাদশী' প্রহসনের টুকরো ছবিতে ধরা পড়েছে 'বাবু' হওয়াটা অধঃপতনের প্রতীক নয়, তা সত্যিই একটা 'Status Symbol'। এই প্রহসনের এক চরিত্র রামমানিক্যের সংলাপ তুলে ধরছি, তাহলে ছবিটা বেশ পরিষ্কার হবে।

> "রাম। পুঙ্গীর বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর্যা মস্তক গুরাই দিচে- বাঙ্গাল কউশ ক্যান-এতো অকাদ্য কাইচি তবু ক্বলকত্বার মত হবার পারচি না? ক্বলকাত্বার মত না কর্ চি কি? মাগীবারী গেচি,মাগুরি চিকোন দুতি পরাইচি, গোরার বারীর বিস্ কাট বক্কোন করচি, বান্ডিল খাইচি- এতো কর্য্যাও ক্বলকাত্বার মত হবার পারলাম নয়া, তবে এ পাপ দেহতে আর কাজ কি, আমি জলে জাপ দিই, আমারে হাঙ্গোরে কুম্বিরে বক্কোন করুক-
> (মাতাল হইয়া পপাত ধরণীতলে)"[৫]

ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বাইরের মহলেই দিন কাটাতেন 'বাবু'-রা। ঘরের স্ত্রী-রা হা-হুতাশ করে দিনযাপন করতেন, কি কষ্টের ছিল সেই জীবন।সেই সব ভাঙ্গা পরিবারের কাহিনি বার-বার প্রহসনকারেরা রচনা করেছেন। বারাঙ্গনাদের অশ্লীল,কু-রুচিকর আলাপ-আলোচনা, কুশ্রী এক জীবনচর্চার ছবি আমরা প্রহসনগুলিতে পেয়েছি। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', রাধামাধব হালদারের লেখা 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি', হরিশচন্দ্র মিত্রের 'ঘর থেকে বাবুই ভেজে' –প্রহসন গুলিতে বারাঙ্গনাদের উদ্দেশ্যে তীব্র ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'-ই আমরা দেখি বারবণিতারা নিজেদের অসহায়তা, ভাগ্য বিপর্যয় নিয়ে, পুরুষদের মনোরঞ্জন করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। মধুসূদন দত্ত উনিশ শতকের এক প্রগতিশীল লেখক। তাই হয়তো তিনি নারী যন্ত্রণার এই দিকটিকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন। বাবুদের খুশি করার জন্য কেমনভাবে নিঃশেষে নিজেদের ক্ষয় করছে বারাঙ্গনারা ,সেই হৃদয়বিদারী চিত্রই আমরা এই প্রহসনে দেখতে পাচ্ছি। ঘরের গৃহিণীদের কষ্টের ছবিটিও মর্মবিদারী। 'হরকামিনী' ও 'প্রসন্নময়ী'-র কথোপকথনটি মনে দাগ কাটার মতো।

> "প্রসন্ন। তা আজ আর নতুন দেখিলি না কি? জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।
> হর। তা বই আর কি, ভাই? আজকাল কল্ কেতায় যাঁরা লেখা পড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলেই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুরঝি! তোকে বলতে কি ভাই, এইসব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি।(দীর্ঘনিশ্বাস) ছি, ছি, ছি,! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেব

দের মতো সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ্ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? – একেই কি বলে সভ্যতা?"[৬]

এছাড়াও তারিণীচরণ দাসের 'বেশ্যা বিবরণ নাটক' প্রহসনে বারাঙ্গনাদের যৌনব্যধি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়।

উনিশ শতকের বাবু সমাজের ছিল খেতাবের প্রতি তীব্র আসক্তি। প্রভূত জমির মালিক বা বেশ বৃত্তবানেরা ইংরেজ সাহেবদের চাটুকারিতা করতেন তাদের থেকে খেতাব অর্জনের জন্য। সেসময় এই ঘটনা গুলিও প্রহসন হিসাবে বেশ চর্চিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি', প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল দর্পন', দুর্গাদাস দে-র লেখা 'ল বাবু' –প্রহসনে ইংরেজদের তোষণ করাকে ধিক্কার জানানো হয়েছে।

উনিশ শতকের সমাজ পরিবর্তন এবং সামাজিক নানা গোঁড়ামি, কুপ্রথা, অশ্লীলতা-র টানাপোড়েনে সেইসময় কালীন বাংলা একেবারে নড়ে উঠেছিল। প্রহসনকে আমরা সামাজিক দলিল বলতে পারি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ভেতর থেকে উঠে আসা উনিশ শতকীয় সমাজের অবিকল চিত্র আমরা প্রহসন গুলি থেকে পেয়েছি।

**তথ্যসূত্র:**

১। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কুন্তল চট্টোপাধ্যায়,রত্নাবলী,কলকাতা-৯,পৃষ্ঠা ১৮৩
২। দীনবন্ধু রচনাবলী[এক খন্ডে সমগ্র রচনা], সম্পাদনা ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ, আবদুল আজীজ আল-আমান, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-১২,পৃষ্ঠা ১০২
৩। ব্যাপিকা-বিদায়,অমৃতলাল বসু, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা,পৃষ্ঠা ২১
৪। দীনবন্ধু রচনাবলী[এক খন্ডে সমগ্র রচনা], সম্পাদনা ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ, আবদুল আজীজ আল-আমান, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-১২,পৃষ্ঠা ১৩২
৫। তদেব,পৃষ্ঠা ১৩৭
৬। মধুসূদন রচনাবলী,মাইকেল মধুসূদন দত্ত,সাহিত্য সংসদ,কলিকাতা-৯,পৃষ্ঠা ২৫৪

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:**

১। ঘোষ অজিতকুমার. আবদুল আজীজ আল-আমান (**সম্পা.**), দীনবন্ধু রচনাবলী[এক খন্ডে সমগ্র রচনা], হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-১২ ,প্রথম প্রকাশ :১৩৬৩ বঙ্গাব্দ
২। চট্টোপাধ্যায় কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,রত্নাবলী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০০৬।
৩। দত্ত মাইকেল মধুসূদন, মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯,পুনর্মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।
৪। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা -৭৩,পুনর্মুদ্রণ: ২০০৩-২০
৫। বসু অমৃতলাল, ব্যাপিকা-বিদায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা,প্রথম প্রকাশ : ১৯২৬ বঙ্গাব্দ
৬। বসু স্বপন. চৌধুরি ইন্দ্রজিৎ, উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি,পুস্তক বিপণি, কলকাতা -৯, প্রথম প্রকাশ: ২৯ নভেম্বর ২০০৩